পরিবেশ ভূগোলের সংজ্ঞা
Definition of Environmental Geography

বিজ্ঞানের যে শাখায় পরিবেশ ও তার বিভিন্ন উপাদান এবং উপাদানগুলির পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আলোচনা করা হয় তাকে পরিবেশ বিজ্ঞান (Environmental Science) বলে। পরিবেশ ভূগোল (Environmental Geography) কিন্তু পরিবেশ বিজ্ঞানের কোনো অংশ নয়। এটি সম্পূর্ণরূপে ভূগোলের একটি শাখা যেখানে শুধু প্রকৃতি নয়, মানুষকেও সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। পরিবেশ ভূগোলে মানুষের সার্বিক ক্রিয়াকলাপকে স্থান (space) ও সময়ের (time) নিরিখে বিচার করা হয়।

ধ্রুপদী ভূগোলের আদি মুহূর্ত থেকে আধুনিক ভূগোলের বর্তমান সময় পর্যন্ত যে সমস্ত নতুন ধারণা বা বিভাগ ভূগোলের বিষয়ভিত্তিক পরিসরে স্থান করে নিয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম হল পরিবেশ ভূগোল। ভূগোলবিদ্যার যে শাখায় পরিবেশ সম্পর্কিত সার্বিক আলোচনা এবং পরিবেশের সঙ্গে সাম্বন্ধিক বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে যথার্থ আলোচনা করা হয়, সেই শাখাটিকে পরিবেশ ভূগোল বলা হয়। আলোচ্য মূল শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হল—'Environmental Geography' অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে বলা যেতে পারে যে, পরিবেশ ভূগোল হল পৃথিবীর পরিবেশ কেন্দ্রিক তথা পরিবেশ সাম্বন্ধিক বর্ণনা।

পরিবেশ ভূগোলের ভাবনা তথা দৃষ্টিভঙ্গি এতটাই গভীর যে পরিবেশ ভূগোলের সংজ্ঞা এক বাক্যে ব্যাখ্যা করা যায় না। পরিবেশ ভূগোলের সংজ্ঞা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন পরিবেশবিদ্‌গণ দিয়েছেন। কিন্তু কোনো একক সংজ্ঞা আজও যথার্থ আকারে সর্বসম্মতিরূপে গ্রাহ্য হয়ে ওঠেনি।

1 ভূগোলের যে শাখায় মানুষ ও প্রকৃতি মিথস্ক্রিয়ার (interactions), স্থানিক দৃষ্টিভঙ্গি (spatial aspect) আলোচিত হয় তাকে পরিবেশ ভূগোল বলে (...the branch of geography that describes the spetial aspects of interactions between individuals or societies and their natural environment.)।

2 অনেক ভৌগোলিক এই সংজ্ঞাকে সামান্য পরিবর্তিত করে এর মধ্যে কালিক চরিত্রকে (temporal characteristics) বুঝিয়েছেন। এঁদের মতে পরিবেশ ভূগোল হল স্থান ও কালের নিরিখে মানুষ ও পরিবেশের মিথস্ক্রিয়ার অনুধাবন (environmental geography understanding the interactions between humans and their environment in space and time.)।

3 পরিবেশ ভূগোল শব্দ দুটি সম্ভবত সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয় Hewitt & Hare রচিত *Man & Environment* বইতে। এখানে পরিবেশ ভূগোলের সংজ্ঞাটিকে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। তাঁদের মতে পরিবেশ ভূগোল হল পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে মানুষের যে মিথস্ক্রিয়া (interaction) তার নিয়মানুগ বা রীতিবদ্ধ (systematic) আলোচনা (environment geography is the study of systematic description of different components of environment and interactions of man with those components.)।

4 ভারতীয় ভৌগোলিক Savindra Singh পরিবেশ ভূগোল নামে একটি বই লেখেন 1989 সালে। সেখানে তিনি সুন্দরভাবে পরিবেশ ভূগোলের সংজ্ঞা রেখেছেন। তাঁর মতে জীব জগৎ ও প্রাকৃতিক পরিবেশে মিথস্ক্রিয়ার স্থানিক

Scanned by CamScanner

বৈশিষ্ট্যগুলির আলোচনাই হল পরিবেশ ভূগোল (the study of spatial attributes of interrelationships between living organisms and natural environment.)। পরে অবশ্য তিনি প্রযুক্তিতে উন্নত আর্থিক মানুষ (technologically advanced economic man) ও কালিক কাঠামো (temporal framework) এই দুটি বিষয়কে পরিবেশ ভূগোলের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

5 ভূগোলবিদ্ স্ট্র্যালার (Strahler) 1977 সালে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *Geography and Man's Environment*-এ পরিবেশ ভূগোল সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন যে—The phrase 'Man and Land' is often used to convey the essenece of Geography. While the relationship of humans to their earthly environment is a core concept in geography, an equally important idea is that the relationship has a certain distribution in space. Geography recognize that the quality of life differs from place to place in terms of richness of poverty incorporated life forms capable of being supported.

1977-এর Strahler-এর উপরিউক্ত আলোচনার কথ্যটিকে কিছুটা অন্যভাবে বর্ণনা করেন ভূগোলবিদ্ Irnokenti Gerasimov. 1983 সালে তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ *Geography and Ecology*-তে মত প্রকাশ করেছেন যে—(the concept of close mutual links and interactions of all environmental components serves as a scientific basis for constructive geographic research.)।

6 প্রখ্যাত ভারতীয় ভৌগোলিক আর. সি. চাঁদনা (R. C. Chandna) 2003 সালে পরিবেশ ভূগোলের প্রাসঙ্গিক আলোচনায় বলেছেন যে, পরিবেশের জৈব ও অজৈব দুই প্রকার উপাদান গুরুত্বপূর্ণ। সামগ্রিক পরিবেশকে বুঝতে এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন প্রয়োজন। এই স্থান-প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে ভূগোল হল পরিবেশ ভূগোল (environmental geography includes the study of both the biotic and the abiotic attributes of environment and the interrelations between them in order to comprehend environment in its totality and in the context of aggregate nature of places.)।

Scanned by CamScanner

পরিবেশ ভূগোলের ধারণা
Concept of Environmental Geography

ভূগোল শাস্ত্রের আলোচনা ক্ষেত্রে বর্তমানে অধিক আলোচিত ও বিশ্লেষণাত্মক ক্ষেত্র হল পরিবেশ ভূগোল। ভূগোল শাস্ত্রের যে শাখায় আমাদের চারপাশের পরিবেশ সম্পর্কে যথার্থ নিবিড় বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করা হয়, সেই শাখাটিকে পরিবেশ ভূগোল বলা হয়। পরিবেশ ভূগোলের ইংরাজি প্রতিশব্দ হল Environmental Geography। ভূগোলের যে শাখার মূল কেন্দ্রেই পরিবেশ তাকেই পরিবেশ ভূগোল বলা হয়। মূলত পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়াবলির সংজ্ঞা, অর্থ, ভিত্তি, কার্যাবলি, গঠন, উপাদান, আন্তঃসম্পর্ক, বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি, প্রয়োজনীয়তা, প্রভাব, প্রভৃতি নানান বিষয়াবলি সম্পর্কে ভূগোলের যে শাখায় দীর্ঘায়িত ও বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করা হয়, সেই শাখাটিকেই পরিবেশ ভূগোল বলে অভিহিত করা হয়। পরিবেশ ভূগোলে একাধারে যেমন পরিবেশের অতীত অবস্থা নিয়ে গভীর বিশ্লেষণ করা হয়, ঠিক তেমনই, পরিবেশের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়েও দীর্ঘ বিশ্লেষণভিত্তিক আলোচনা করা হয়। বর্তমানে ভূগোলের এই আলোচ্য শাখায় সাধারণত পরিবেশ সংক্রান্ত বিশ্লেষণমূলক আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশের অবনমন, ক্ষতি, পরিবেশ পরিকল্পনা ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে গভীর ও নিবিড় দীর্ঘায়িত আলোচনা করা হয়। এক কথায় তাই বলতে গেলে, পরিবেশ ভূগোল হল এমন এক ভূগোলক্ষেত্রীয় শাখা যা সার্বিকভাবে নিবিড় ও বিস্তৃত পরিবেশ সংক্রান্ত আলোচনা করে।

সাধারণভাবে পরিবেশ বা পরিবেশ ভূগোল কথাটি মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে নির্দেশ করে। বিজ্ঞানী সি. সি. পার্ক (C. C. Park)-এর মতে, পরিবেশ ভূগোল হল একটি সুনির্দিষ্ট স্থান ও সময়ের মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সামগ্রিক রূপ। সভ্যতার আদি লগ্ন থেকে পৃথিবীর প্রাকৃতিক উপাদান নিয়ে গঠিত হয়েছিল পরিবেশ। কিন্তু ধীরে ধীরে সাংস্কৃতিক পরিবেশের উপাদানগুলি এর অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে। পরিবেশবিজ্ঞানী কে. আর. দীক্ষিত (K. R. Dixshit)-এর মতে, পরিবেশ ভূগোল নির্ধারিত হয় মানুষের চাহিদা ও সমাজ অনুসারে। মানুষ তার বাসস্থানের জন্য স্থান, শ্বাসগ্রহণের জন্য দূষণহীন বাতাস, প্রাণরক্ষার জন্য জল ও খাদ্যকে পরিবেশ থেকে সংগ্রহ করেছে আবার তার অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য পরিবেশ থেকে সম্পদ উৎপাদন করছে কিংবা পরিবেশকে যথেষ্ট ব্যবহার করছে। পরিবেশের ওপর মানুষের বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম পরিবেশ ভূগোলের ধারণাকে সমৃদ্ধ করেছে।

কিন্তু, এই সাধারণ ধারণা ছাড়াও পরিবেশ ভূগোলের বেশকিছু মৌলিক ধারণা বর্তমান। অধ্যাপক Savindra Singh 2008 সালে তাঁর *Environmental Geography* বইটিতে পরিবেশ ভূগোলের বেশ কয়েকটি মৌলিক ধারণার সূত্র প্রয়োগ করেছেন। আমরা সবাই জানি, যে পরিবেশ ভূগোল হল মূলত জীবে প্রাচুর্যে ভরা পৃথিবীর সামগ্রিক পরিবেশের অধ্যয়ন। মূলত পরিবেশ ভূগোলের পাঠের ক্ষেত্রে মৌলিক একক হল—বায়ুমণ্ডল বা আবহমণ্ডল, জলমণ্ডল বা বারিমণ্ডল এবং শিলামণ্ডল বা অশ্মমণ্ডল। সামগ্রিক পরিবেশ ভূগোলের পরিসরে নানান ঘটনাবলি ও নানান কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে বর্ধিত ও পরিবর্তিত হচ্ছে। পরিবেশ ভূগোলের পরিসরে থাকা এই ঘটনাবলি ও কার্যবলিগুলি বিশেষভাবে কয়েকটি মৌলিক ধারণার উপর দাঁড়িয়ে আছে।

পরিবেশ ভূগোলের আলোচনায় মৌলিক ধারণার ব্যাখ্যা অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। বিশেষভাবে মৌলিক ধারণার ব্যাখ্যায় বলা যেতে পারে যে পরিবেশ ভূগোলের মতো ভূগোলের শাখাটির বিষয়ে পড়াশোনা ও জ্ঞান অর্জনের জন্য অতি মৌলিক বাস্তুতান্ত্রিক একক হল পরিবেশতন্ত্র। পৃথিবীর সামগ্রিক জীবমণ্ডল বেশ কিছু বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা ক্রমপর্যায়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশতন্ত্রের সকল জৈব ও অজৈব উপাদানগুলির মধ্যে এক গভীর আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে। সাধারণত সমস্থিতিক প্রবণতাযুক্ত ক্রিয়াবিধির দ্বারা বিশেষভাবে পরিবেশতন্ত্র নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। পৃথিবীর সকল বাস্তুতন্ত্রের সুস্থির অবস্থাকে পরিবেশতন্ত্রের বৈচিত্র্য ও জটিলতা আরো তীব্র করে বজায় রাখে। পৃথিবীর জীবমণ্ডলে একই ধরনের জীব প্রজাতির মধ্যে স্থানগত ও কালগত বিশেষ পার্থক্য বর্তমান। বিশেষভাবে বলা যেতে পারে যে, পৃথিবীর সামগ্রিক পরিবেশের সাথে মানুষের ঘাত প্রতিঘাতের প্রকৃতি বিশ্ব পরিবেশের স্থায়িত্ব বা অস্থায়িত্বতাকে বিশেষ আঙ্গিকে নির্ণয় করে।

পরিবেশীয় ভূগোলের ধারণা যথেষ্ট ব্যাপাক প্রকৃতির, যার উপলব্ধি উপরিউক্ত আলোচনা থেকেই বোঝা যাচ্ছে। বর্তমানে আরো নানান নব নব উপলব্ধি পরিবেশ ভূগোলের ধারণার পরিসরে সংযুক্ত হচ্ছে। আশা রাখি, অদূর ভবিষ্যতে বহু উপলব্ধি পরিবেশ ভূগোলের পরিসরে সংযুক্ত হয়ে ধারণার ব্যাপ্তি ঘটাবে।

Scanned by CamScanner